তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তৃতীয় অধ্যায়—ভৃগুবল্লী

ভূমিকা

কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদ শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী নামক তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি বল্লী আবার কয়েকটি করে অনুবাকে বিভক্ত। বারটি অনুবাকে বিভক্ত শীক্ষাবল্লীতে শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, উপাসনা, আচরণীয়বিধি প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত ব্রহ্মানন্দবল্লীতে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ নামক পঞ্চকোশের স্বরূপ ও ব্রহ্মলাভের উপায় এক পিতা-পুত্রের উপাখ্যানের ছলে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগুকে তাঁর পিতা বরুণ ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ ও রহস্য বুঝিয়েছেন। গল্পের ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়বস্তুর প্রাঞ্জলতা বেড়েছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় উপনিষদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম এই তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রত্যেক বল্লীর প্রথম অনুবাকে শান্তিপাঠ আছে। এটি এই উপনিষদটির এক বিশেষত্ব। উপনিষদটির বিষয়বস্তুর সঙ্কলন ও বিবরণ খুবই সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট। এর ভাষ্যগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্য ও মধ্বাচার্যের ভাষ্যই প্রধান। রামানুজপন্থী রংগরামানুজের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য পাওয়া যায়।

শীক্ষাবল্লীর প্রথমাংশের বিষয়বস্তু মন্ত্র উচ্চারণের বিজ্ঞান অর্থাত্ শব্দসমূহের উচ্চারণগত তাত্পর্য ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়ার্ধে আছে শিক্ষান্তে (আধুনিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মত) বিদ্যার্থীর প্রতি আচার্যের বহু মূল্যবান নীতি-উপদেশ। শেষাংশে আছে ব্যাহৃতি-বিদ্যা, পাংক্তবিদ্যা এবং প্রণব-বিদ্যার বর্ণনা। এখানে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই বিভূতি, তাঁরই খেলা।

ব্রহ্মানন্দবল্লীতে যে অন্নাদি পাঁচটি কোশের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি বস্তুত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পাঁচটি সোপানস্বরূপ। বস্ত্র-চর্মাদি ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করলে তবে সেই কোশের মধ্যে অবস্থিত তরবারির স্বরূপ যেমন উন্মোচিত হয়, তেমনি চিন্তা ও তপস্যা দ্বারা আত্মার উক্ত পঞ্চকোশ বা পাঁচটি আবরণ ভেদ করে আত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করতে হয়। অন্ন এখানে জড়ের শাস্ত্রগত নাম। চিন্তার প্রথম স্তরে মনে হয় জড়বস্তুই বিশ্বের মূল কারণ। এটিই অন্নময় কোশ। এটি আত্মার প্রথম আবরণ, অর্থাৎ জড়বাদ হোল চিন্তার প্রথম স্তর। চিন্তার দ্বিতীয় স্তরে মনে হয়, প্রাণহীন জড়পদার্থ অর্থহীন, প্রাণই সব কিছুর মূল কারণ। এই প্রাণবাদ চিন্তার দ্বিতীয় স্তর এবং প্রাণময় কোশ আত্মার দ্বিতীয় আবরণ। চিন্তার তৃতীয় স্তরে মনের বোধ-পরম্পরাই জগত্রূপে প্রতিভাত হয়—তাই এটি হোল মনোবাদ তথা মনোময় কোশ যা আত্মার

Scanned with CamScanner

তৃতীয় আবরণ। চিন্তার চতুর্থ স্তরে দেখা দেয় বিজ্ঞান অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি। এই স্তরে সসীম আত্মাসমূহই জগতের মূল বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। এই স্তরকে বলে বিজ্ঞানবাদ তথা বিজ্ঞানময় কোশ নামক আত্মার চতুর্থ আবরণ। চিন্তার পঞ্চম তথা শেষ স্তরে বোঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন বহু সসীম আত্মার অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধের মূলে আছেন আনন্দময় এক অখণ্ড আত্মা। তিনিই সমগ্র জগতের মূল কারণ। তিনি অব্যক্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ব্যক্ত হন। অভয়ে, পরম সাম্যে তিনি রসস্বরূপ আনন্দ। এইভাবে এই উপনিষদে পাওয়া যায় অন্ন থেকে আনন্দ পর্যন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশ এবং আনন্দ-মীমাংসা।

এর পরে অন্নের প্রশস্তি করে বলা হয়েছে যে, অন্ন জড়, অন্নাদ (অন্নকে আত্মসাত্‌কারী) চৈতন্য। শরীর-প্রাণ, জল-অগ্নি, পৃথিবী-আকাশ—এই তিন যুগলের মধ্যেও আছে একই সম্পর্ক। ভৌতিক শরীরও চৈতন্যযুক্ত। সাধনা দ্বারা অন্নও ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হয়। তাই অন্নকে নিন্দা না করে বরং তাকে সম্বর্ধিত করতে হবে। কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না, অন্ন সকলের সাথে ভাগ করে খাবে। জেনো যে, যেমন দেবে, তেমন পাবে।

শেষে ভিতরে, বাইরে, সর্বত্রই ব্রহ্মানুভবের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—ব্রহ্ম বাক্যে আছেন ক্ষেম (মঙ্গল)-রূপে, হস্তে আছেন কর্মরূপে, চরণে আছেন গতিরূপে, পায়ুতে (মলদ্বারে) আছেন বিমুক্তিরূপে। তেমনি তিনি বাইরে বৃষ্টিতে আছেন তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে আছেন বলরূপে, নক্ষত্রে আছেন জ্যোতিরূপে, আর আকাশরূপে তিনি সব হয়ে আছেন। ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মই মহিমা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষা ও জীবনাদর্শের এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথমে অন্নই ব্রহ্ম, তারপর ক্রমে প্রাণই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম—এরূপ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর উপলব্ধির স্তরে উঠতে উঠতে সাধক শেষে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি লাভ করে সানন্দে বলেন যে, আনন্দ থেকেই সমগ্র জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই স্থিতি এবং আনন্দেই তার লয়।

Scanned with CamScanner

মূল, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ ও আলোচনা

প্রথম অনুবাক

৫৪। মূল ঃ ওঁ সহ নাববতু। স নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতত্ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তৎ হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যত্ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।। ১ ।।

শব্দার্থ ঃ ওম্—ওঙ্কার বা ব্রহ্ম। নৌ—আমাদের দুজনকে (আচার্য ও শিষ্যকে অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে)। সহ—সমানভাবে। অবতু—রক্ষা করুন। ভুনক্তু—[বিদ্যাফল] ভোগ করান। বীর্যম্—বিদ্যালাভের উপযুক্ত সামর্থ্য। করবাবহৈ—সম্পাদন করতে পারি। তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু—আমাদের দুজনের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক। মা বিদ্বিষাবহৈ—আমরা দুজনে যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হোক।

অনুবাদ ঃ ওঙ্কার (ব্রহ্ম) আমাদের দুজনকে (আচার্য ও শিষ্যকে) সমানভাবে রক্ষা করুন ; আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল সমানভাবে ভোগ করান। আমরা উভয়েই যেন সমানভাবে বীর্য (বিদ্যার্জনের সামর্থ্য) অর্জন করতে পারি। আমরা দুজনে যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। আমাদের ত্রিবিধ। (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) বিঘ্নের শান্তি হোক।

শব্দার্থ ঃ ভৃগুঃ—ভৃগু। বৈ—আলঙ্কারিক নিরর্থক অব্যয়। বারুণিঃ—বরুণের পুত্র। পিতরম্ বরুণম্ উপসসার—পিতা বরুণের কাছে গেলেন। ভগবতঃ—হে ভগবান! ব্রহ্ম অধীহি—[আমাকে] ব্রহ্মশিক্ষা দিন। ইতি—এই কথা। তস্মৈ—তাঁকে। এতত্—এই কথা। প্র-উবাচ—বললেন। অন্নম্—অন্নময় শরীর। প্রাণম্—প্রাণ। চক্ষুঃ—চক্ষু। শ্রোত্রম্—কর্ণ। মনঃ—মন। বাচম্—বাগিন্দ্রিয়। ইতি—এইসব। তম্—তাঁকে। হ—অতীতসূচক বা নিরর্থক বাক্যালঙ্কার অব্যয়। উবাচ—বললেন। যতঃ বৈ—যা থেকে। ইমানি—এই সকল। ভূতানি—জীবসমূহ। জায়ন্তে—জন্মায়। জাতানি—জন্মে। যেন—যাঁর দ্বারা। জীবন্তি—বেঁচে থাকে। যত্ প্রযন্তি—যাঁর কাছে প্রয়াত হয় অর্থাত্ বিনাশকালে যাঁর কাছে যায়। অভি-সংবিশন্তি—যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে (বিলীন হয়ে যায়)। তত্ বিজিজ্ঞাসস্ব—তাঁকেই বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কর। তত্ ব্রহ্ম ইতি—তিনিই ব্রহ্ম। সঃ—তিনি (ভৃগু)। তপঃ অতপ্যত—তপস্যা করলেন। সঃ—তিনি। তপঃ তপ্ত্বা—তপস্যা করে।

অনুবাদ ঃ বরুণের পুত্র ভৃগু পিতার কাছে গিয়ে বললেন—'হে ভগবান্ (পরম শ্রদ্ধেয়)। [আমাকে] ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিন।' [পিতা] তাঁকে বললেন—"অন্ন (অন্নময় শরীর), প্রাণ, চক্ষু,

Scanned with CamScanner

কর্ণ, মন ও বাক্য—[এগুলিই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। অর্থাত্ মাধ্যম]। তাঁকে আরো বললেন— যাঁর থেকে এই জীবেরা জন্মায়, জন্মে যাঁর দ্বারা বেঁচে থাকে এবং বিনাশকালে যাঁর কাছে যায় এবং তাতে বিলীন হয়, তাঁকেই জানতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম।' ভৃগু তখন তপস্যা করলেন। তপস্যা করে—।

আলোচনা ঃ অন্নময় শরীরাদি দ্বারা আমরা বাহ্য ও আন্তর নানা বিষয় জানতে পারি। তারপর আমাদের মনে বিষয়সমূহের উত্পত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জন্মে। তার ফলেই গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশমত বিচার ও মনন দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব হতে পারে। তাই অন্নাদিকে ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার বলা হয়েছে। ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে তপস্যা অর্থাত্ বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের একাগ্রতা বা সমাধান হল সর্বোত্কৃষ্ট সাধন। তাই ভৃগু তপস্যা করলেন।

দ্বিতীয় অনুবাক

৫৫। মূল ঃ অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। তদ্ বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ।। ১ ।।

শব্দার্থ ঃ অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি— অন্নই ব্রহ্ম—এই কথা। বি-অজানাত্—জানতে পারলেন। অন্নাত্ হি এব খলু—অন্ন থেকেই। ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই জীবসমূহ জন্মায়।

অনুবাদ ঃ [তপস্যা করে ভৃগু] অন্নকেই ব্রহ্ম বলে জানলেন। কেননা অন্ন থেকেই ভূতগণ (জীবগণ) জন্মায়, অন্ন দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং [বিনাশকালে] অন্নেই প্রতিগমন ক'রে তাতেই বিলীন হয়। তা জেনে [ভৃগু] আবার পিতা বরুণের কাছে গেলেন [এবং তাঁকে বললেন] —ভগবান (পরম শ্রদ্ধেয়)! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন। [বরুণ] তাঁকে বললেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কর। [কেননা] তপস্যাই ব্রহ্ম । তিনি (ভৃগু) তপস্যা করলেন। তপস্যা করে—

আলোচনা ঃ [শঙ্করাচার্যের মতে] অন্নকে ব্রহ্মস্বরূপ জেনে ভৃগুর মনে সংশয় উপস্থিত হল। কেননা অন্ন নিজে উত্পন্ন পদার্থ। সুতরাং তা সর্বকারণ (সকল উত্পন্ন পদার্থের কারণ) ব্রহ্ম হতে পারে না।

তপস্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত, ব্রহ্মের যথার্থ লক্ষণ না জানা পর্যন্ত তপস্যাই প্রধান সাধন। তাই বরুণ ভৃগুকে বলেছেন—'তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কর। [শঙ্করাচার্যের মতে] ।

তৃতীয় অনুবাক

৫৬। মূল ঃ প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার।

Scanned with CamScanner

অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।। ১ ।।

শব্দার্থ ঃ প্রাণঃ—প্রাণশক্তি। ব্রহ্ম ইতি—ব্রহ্ম। বি-অজানাত্—জানলেন।

অনুবাদ ঃ [ভৃগু তপস্যা করে] জানলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম। কেননা, প্রাণ থেকেই ভূতগণ উত্পন্ন হয়, [উত্পন্ন হয়ে] প্রাণ দ্বারাই জীবিত থাকে এবং [অন্তিমকালে] প্রাণেই প্রতিগমন করে এবং তাতেই বিলীন হয়ে যায়। তা জেনে [ভৃগু] আবার পিতা বরুণের কাছে এসে বললেন—'হে ভগবান্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।' [বরুণ] তাঁকে বললেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিনাশভাবে জানতে ইচ্ছা কর। [কেননা] তপস্যাই ব্রহ্ম।' তিনি (ভৃগু) তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

আলোচনা ঃ আবার তপস্যা অর্থাত্ একাগ্রচিত্তে মনন-বিচার করে ভৃগু উপলব্ধি করলেন যে, প্রাণশক্তিই সবকিছুর উত্পত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। কিন্তু পরে বুঝলেন যে, প্রাণের ক্রিয়াও স্বাধীন নয়। তারও উত্পত্তি আছে। তাই তিনি আবার পিতার কাছে গিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব জানতে চাইলেন।

চতুর্থ অনুবাক

৫৭। মূল ঃ মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্ বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতর মুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—।। ১ ।।

শব্দার্থ ঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি—মন ব্রহ্ম এই বিষয়। মনসঃ—মন থেকেই।

অনুবাদ ঃ (ভৃগু) জানলেন যে, মনই ব্রহ্ম। কেননা, মন থেকে ভূতগণ জন্মায় ; মনের দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং বিনাশকালে মনে প্রতিগমন করে তাতে বিলীন হয়। তা জেনে তিনি আবার পিতা বরুণের কাছে গেলেন। [তবু সংশয় থাকায়] তিনি বললেন—হে ভগবান! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন। [বরুণ] তাঁকে বললেন—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' তিনি (ভৃগু) তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

আলোচনা ঃ তপস্যা অর্থাত্ আত্মবিচার ও মননের দ্বারা ভৃগু বুঝলেন যে, মনের স্থান প্রাণশক্তিরও উপরে। কেননা, মনের সংকল্পশক্তি থেকেই বিশ্বের উত্পত্তি, স্থিতি ও বিলয় ঘটে। কিন্তু শেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে, মনও চরম তত্ত্ব নয়। কেননা, মনেরও উত্পত্তি আছে আর তার ক্রিয়ারও ছেদ ও শেষ আছে। তা মুক্ত, স্বাধীন নয়। তাই আবার তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগল।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম অনুবাক

৫৮। মূল ঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্ বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—।। ১।।

শব্দার্থ ঃ বিজ্ঞানম্—বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই।

অনুবাদ ঃ [ভৃগু তপস্যা করে] জানলেন যে, বিজ্ঞানই (অর্থাত্ বুদ্ধিই) ব্রহ্ম। বিজ্ঞান থেকেই এই ভূতসমূহ জন্মায়, বিজ্ঞানের দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং বিনাশকালে বিজ্ঞানেই প্রতিগমন ও প্রবেশ করে (অর্থাত্ বিলীন হয়)। সেই কথা জেনে [তবুও সংশয় থাকায়] তিনি (ভৃগু) পিতা বরুণের কাছে গেলেন এবং বললেন—'হে ভগবান্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দান করুন।' [বরুণ] তাঁকে বললেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জান। তপস্যাই ব্রহ্ম'। তিনি (ভৃগু) তপস্যা করলেন। তিনি তপস্যা করে—।।

আলোচনা ঃ ভৃগু আরো গভীরভাবে বিচার ও মননের দ্বারা বুঝলেন যে, বিজ্ঞান বা বুদ্ধিতত্ত্বই এই জগতের উত্পত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। কিন্তু তিনি আরো বুঝলেন যে, বুদ্ধিরও উত্পত্তি ও ক্ষয় আছে এবং তা সীমাবদ্ধ বলে তা চরম ব্রহ্মতত্ত্ব হতে পারে না। তাই তিনি আবার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে পিতা বরুণের কাছে গেলেন।

ষষ্ঠ অনুবাক

৫৯। মূল ঃ আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাত্। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিত। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।। ১।।

শব্দার্থ ঃ সা এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা—এই সেই ভৃগু দ্বারা জ্ঞাত এবং বরুণ কর্তৃক উক্ত বা উপদিষ্ট বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা— [হৃদয়ে অবস্থিত] পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত। যঃ—যিনি। এবম্—এরূপ। বেদ—জানেন। সঃ—তিনি। প্রতিতিষ্ঠতি— [ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হন। অন্নবান্—প্রভূত অন্নসম্পন্ন ব্যক্তি। অন্নাদঃ—অন্নভোক্তা। ভবতি—হন। প্রজয়া—সন্তান দ্বারা। পশুভিঃ—পশুসমূহ দ্বারা। ব্রহ্মবর্চসেন—ব্রহ্মতেজ দ্বারা। মহান্ ভবতি কীর্ত্যা মহান্—খ্যাতিতেও মহান হন।

অনুবাদ ঃ [আবার তপস্যা করে ভৃগু] জানলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। কেননা, আনন্দ থেকেই এই ভূতসমূহ জন্মায়, আনন্দ দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং শেষে আনন্দে প্রতিগমন করে তাতেই প্রবেশ করে (বিলীন হয়)। ভৃগু কর্তৃক জ্ঞাত এবং বরুণ কর্তক উক্ত এই বিদ্যা

Scanned with CamScanner

[হৃদয়স্থ] পরম আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছে (অর্থাত্ অন্নময় কোশ থেকে শুরু করে আনন্দে পরিসমাপ্ত হয়েছে)। যিনি এই বিদ্যা এইভাবে জানেন, তিনি [জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে] প্রতিষ্ঠিত হন; তিনি প্রভূত অন্নে সমৃদ্ধ ও অন্নভোক্তা হন এবং সন্তান, পশু (সম্পদ) ও ব্রহ্মতেজে তিনি মহান হন। তিনি মহান্ কীর্তির অধিকারী হন।

আলোচনা ঃ কেবল উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মানো সম্ভব নয়। ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা যখন ব্রহ্মসাক্ষাত্কার হয়, তখন সেই উপলব্ধিকে সত্য বলে গুরু তাকে সুদৃঢ় করতেন। অন্ন থেকে আনন্দ পর্যন্ত বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এটি বারুণী বিদ্যার পারমার্থিক ফল। তাছাড়া পুত্র-সম্পদাদি আনুষঙ্গিক ফলও তিনি লাভ করেন।

সপ্তম অনুবাক

৬০। মূল ঃ অন্নং ন নিন্দ্যাত্। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্ শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ।। ১।।

শব্দার্থ ঃ অন্নম্—অন্নকে। ন নিন্দ্যাত্—নিন্দা করবে না। তত্ ব্রতম্—সেটাই ব্রত [পালনীয় নিয়ম]। প্রাণঃ বৈ অন্নম্—প্রাণই অন্ন। শরীরম্ অন্নাদম্—শরীরই অন্নভোক্তা। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ—শরীরেই প্রাণ থাকে। তত্ এতত্—সুতরাং এইভাবে। অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ [শরীর ও প্রাণরূপ] অন্নে [যথাক্রমে প্রাণ ও শরীররূপ] অন্ন প্রতিষ্ঠিত (অবস্থিত)। যঃ—যিনি। এতত্ অন্নম্—এই [শরীর ও প্রাণরূপ] অন্নকে। অন্নে—অন্নে (প্রাণ ও শরীর এই উভয়াত্মক অন্নে)। প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ—প্রতিষ্ঠিতরূপে জানেন। সঃ—তিনি। প্রতিতিষ্ঠতি—অন্ন ও অন্নভোক্তারূপে স্থিত হন।

অনুবাদ ঃ [উক্ত বিদ্বান] অন্নকে নিন্দা করবেন না [কেননা অন্নই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ এবং তিনি অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন] । সেটাই তাঁর ব্রত [অবশ্য-পালনীয় নিয়ম] । প্রাণই অন্ন, আর শরীর অন্নভোক্তা। কেননা প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ শরীরেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এইভাবে [শরীর ও প্রাণরূপ] অন্নেই [যথাক্রমে প্রাণ ও শরীররূপ] অন্ন প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি [অন্ন ও অন্নাদরূপে] স্থিতিলাভ করেন। তিনি প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোক্তা হন। তিনি সন্তান, পশু (সম্পদ) ও ব্রহ্মতেজে মহান হন এবং কীর্তিতেও মহান হন।

আলোচনা ঃ অন্ন থেকে আরম্ভ করেই ক্রমে সাধকের আনন্দময় ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। তাই অন্নকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। অন্নরস থেকেই প্রাণশক্তি উত্পন্ন হয়। তাই অন্নকে প্রাণ বলা হয়েছে। শরীর ও প্রাণ পরস্পরকে অবলম্বন করে একসঙ্গে থাকে। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে সেইভাবে উপাসনা করে সাধক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

Scanned with CamScanner

অষ্টম অনুবাক

৬১। মূল ঃ অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যেতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম বর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ।। ১ ।।

শব্দার্থ ঃ অন্নম্—অন্নকে। ন পরিচক্ষীত— পরিত্যাগ করবে না। তত্ ব্রতম্—সেটাই একটি ব্রত। আপঃ বৈ—জলই। অন্নম্—অন্ন। জ্যোতিঃ—জ্যোতিই। অন্ন-অদম্—অন্নভোক্তা। অপ্সু—জলে। জ্যোতিঃ—জ্যোতি (তেজ)। প্রতি-স্থিতম্—প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষি-আপঃ—জ্যোতিতে (তেজের মধ্যে)। আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ—জল প্রতিষ্ঠিত। তত্— তাই। এতত্—[জল ও তেজ] এই উভয়েই। অন্নম্—অন্ন।

অনুবাদ ঃ অন্নকে (কারো দেওয়া কোন খাদ্য) পরিত্যাগ করবে না—এটি [ব্রহ্মবিদের] ব্রত (অবশ্যপালনীয় নিয়ম)। [কেননা, অন্ন ছাড়া শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি সম্ভব নয় এবং শরীর না থাকলে ধর্মাদি কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হতে পারে না] জলই অন্ন [কেননা, জল দ্বারাই খাদ্যশস্যাদি উত্পন্ন হয়।] এবং জ্যোতি (তেজ) অন্নভোক্তা। [কেননা, তেজ জলকে শোষণ করে।] জলে তেজ প্রতিষ্ঠিত [কেননা, মেঘে বিদ্যুত্রূপ জ্যোতি থাকে।]। তেজেও জল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এইভাবে অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত (অবস্থিত)। যিনি এইভাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিতরূপে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন (অর্থাত্ অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতিলাভ করেন)। তিনি অন্নবান (প্রভূত খাদ্যসম্পন্ন) ও অন্নভোক্তা হন। তিনি সন্তান, পশু (সম্পদ) ও ব্রহ্মতেজে মহান হন, কীর্তিতেও মহান হন।

নবম অনুবাক

৬২। মূল ঃ অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম বর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।। ১।।

শব্দার্থ ঃ অন্নম্—অন্নকে। বহু কুর্বীত— বহু (অর্থাত্ বর্ধিত) করবে। পৃথিবী বৈ অন্নম্—পৃথিবীই অন্ন। আকাশঃ অন্নাদঃ—আকাশই অন্নভোক্তা। পৃথিব্যাম্—পৃথিবীতে। আকাশঃ—আকাশ। প্রতিষ্ঠিতঃ—প্রতিষ্ঠিত। আকাশে—আকাশে। পৃথিবী—পৃথিবী। প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত।

অনুবাদ ঃ অন্নকে বর্ধিত করবে। সেটিই ব্রত। পৃথিবীই অন্ন এবং আকাশ অন্নভোক্তা। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, আবার পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এইভাবে অন্নে অন্ন প্রতিষ্ঠিত। যিনি এইভাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিতরূপে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি

Scanned with CamScanner

অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। তিনি সন্তান, পশু (সম্পদ) ও ব্রহ্মতেজে মহান হন, কীর্তিতেও মহান হন।

আলোচনা ঃ অন্নকে বর্ধিত করতে অর্থাত্ খাদ্যের প্রাচুর্য সম্পাদন করতে কৃষিকার্যের প্রয়োজন। পৃথিবীই সেইভাবে শস্যশালিনী হয়। তাই এখানে সাধনার জন্য পৃথিবীকেই অন্নরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আকাশেই পৃথিবী অবস্থিত। তাই আকাশ পৃথিবীরূপ অন্নের ভোক্তা। শঙ্করাচার্যের মতে 'যে পদার্থ যার মধ্যে থাকে, সেই পদার্থ তার অন্ন হয়।' অন্নাদি যে কোন বস্তু আকাশেই আকার গ্রহণ করে। তাই তত্ত্বচিন্তায় আকাশকে অন্ন বলা অসঙ্গত নয়। পৃথিবীর প্রসবশক্তি এবং আকাশের রূপদানশক্তি—এই উভয় স্থলেই ব্রহ্মের আবির্ভাব-দর্শন এখানে সাধনার বিষয়রূপে বর্ণিত হয়েছে।

দশম অনুবাক

৬৩। মূল ঃ ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াত্। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্ বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে ।।১।।

শব্দার্থ ঃ বসতৌ—বাস করবার জন্য। কম্-চন—[আগত] কোন ব্যক্তিকে। ন প্রতি-আচক্ষীত—প্রত্যাখ্যান করবে না। তত্ ব্রতম্—তাহাই ব্রত। তস্মাত্—তাই। যয়া কয়া চ বিধয়া—যে কোন ভাবে। বহু অন্নম্—প্রচুর অন্ন (খাদ্য)। প্রাপ্নুয়াত্—সংগ্রহ করতে হবে। অরাধি-অস্মৈ অন্নম্—এঁর জন্যই অন্ন রাঁধা হয়েছে। ইতি-আচক্ষতে—এই কথা তিনি [অভ্যাগতকে] বলেন। এতত্ বৈ অন্নম্—এই অন্ন। মুখতঃ—মুখ্য উপায়ে [সংগ্রহ করে] রান্না করা হয়েছে। মুখতঃ অস্মৈ—মুখ্য উপায়ে এঁর (অন্নদাতার)। অন্নম্ রাধ্যতে—অন্ন সমুপস্থিত হয়। মধ্যতঃ—মধ্যম উপায়ে। অন্ততঃ—অধম উপায়ে।

অনুবাদ ঃ বাসের জন্য সমাগত কোন ব্যক্তিকে (অতিথি-অভ্যাগতকে) [পৃথিবী ও আকাশকে অন্নরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি] প্রত্যাখান করবেন না। [কেন না] এটিই তাঁর ব্রত (অবশ্যপালনীয় নিয়ম)। তাই যে কোন উপায়ে তিনি প্রচুর অন্ন (খাদ্য) সংগ্রহ করবেন। [কাউকে আশ্রয় দিলে তাকে খেতেও দিতে হয় নতুবা পাপ হয়।] [অভ্যাগতকে তিনি] বলবেন—'আপনার জন্যই এই অন্ন (খাদ্য) রান্না করা হয়েছে। [অতিথিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়ে গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করবেন।] এই অন্ন মুখ্য উপায়ে [ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে যজন, যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা] সংগ্রহ করে রান্না করা হয়েছে। ফলে মুখ্যবৃত্তি দ্বারাই তাঁর [অন্নদাতার] অন্নপ্রাপ্তি ঘটে। মধ্যম বৃত্তি দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করে রান্না করলে (রান্না করে অতিথিকে খাওয়ালে) মধ্যম বৃত্তি দ্বারাই তাঁর অন্নপ্রাপ্তি ঘটে। অধম বৃত্তি দ্বারা [অবশ্য দুষ্কার্য না করে] সংগৃহীত অন্ন রান্না করলে অধমবৃত্তি দ্বারা তাঁর অন্নপ্রাপ্তি ঘটে।

Scanned with CamScanner

৬৪। মূল ঃ য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি ।। ২ ।।

শব্দার্থ ঃ যঃ—যিনি। এবম্—এরূপ। বেদ—জানেন। ক্ষেমঃ ইতি-বাচি—বাক্যে ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে অথবা কল্যাণরূপে)। যোগক্ষেমঃ ইতি প্রাণ-অপানয়োঃ—প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুতে যোগক্ষেমরূপে। [অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে]। হস্তয়োঃ কর্ম ইতি—হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে। গতিঃ ইতি পাদয়োঃ—পদদ্বয়ে গতিরূপে। বিমুক্তিঃ ইতি পায়ৌ—পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তিরূপে। ইতি—এটিই। মানুষীঃ—মনুষ্য সম্বন্ধীয়। সম্-আজ্ঞাঃ—জ্ঞান বা উপাসনা। অথ দৈবীঃ—অতঃপর দৈবী (দেবতা সম্বন্ধীয়) [উপাসনার কথা বলা হচ্ছে]। বৃষ্টৌ—বৃষ্টিতে। তৃপ্তিঃ ইতি—তৃপ্তিরূপে। বিদ্যুতি—বিদ্যুতে। বলম্ ইতি—বলরূপে।

অনুবাদ ঃ যিনি এই প্রকার (পূর্বোক্ত ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি) জানেন [তাঁর পূর্ববর্ণিত ফল লাভ হয়]। [অন্য অন্য ধরনের ব্রহ্মোপাসনার কথা বলা হচ্ছে।] বাক্যে কল্যাণরূপে, প্রাণবায়ু ও অপানবায়ুতে যোগক্ষেমরূপে [অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণরূপে], হাত দুটিতে কর্মরূপে, পা দুটিতে গতিরূপে, মলদ্বারে [মল] ত্যাগরূপে [ব্রহ্ম বিদ্যমান এই ভেবে উপাসনা কর্তব্য]। এইসবই মনুষ্যসম্পর্কিত [উপাসনা]। অনন্তর দৈবী উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে—

আলোচনা ঃ বাক্যের দ্বারাই ক্ষেম (কল্যাণ) লাভের জন্য বেদাদি অধ্যয়ন, উপাসনা, সাধন-ভজন ইত্যাদি হয়ে থাকে। বাক্যে ক্ষেমরূপে ব্রহ্মই অবস্থিত—এইভাবে উপাসনা করতে হবে। যে সব বস্তু আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্য, সেগুলিকে বলা হয়েছে মানুষী বিজ্ঞান। আর দেবায়ত্ত বিষয়গুলিকে দেবতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা দৈব উপাসনা বলা হয়েছে। বৃষ্টি দ্বারা শস্যাদি অন্ন (খাদ্য) উত্পন্ন হয় এবং অন্নভোজনে তৃপ্তি হয়। তাই ব্রহ্ম অন্নে তৃপ্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন—এইভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করতে হবে। বিদ্যুতে বজ্রাদি বল থাকে। তাই বিদ্যুতে বলরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করতে হবে।

৬৫। মূল ঃ যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাপতিরমৃতানন্দ ইতি উপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তত্ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি।। ৩ ।।

শব্দার্থ ঃ যশঃ ইতি পশুষু—পশুসমূহে যশরূপে। জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেষু—নক্ষত্রসমূহে জ্যোতিরূপে। প্রজাতিঃ অমৃতম্ আনন্দঃ ইতি—সন্তানজন্ম-জনিত অমৃত আনন্দরূপে। উপস্থে—জননেন্দ্রিয়ে। সর্বম্ ইতি আকাশে—সর্ববস্তুরূপে আকাশে। তত্ প্রতিষ্ঠা ইতি—তাকে প্রতিষ্ঠারূপে। উপাসীত—উপাসনা করবে। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি—[এরূপ উপাসক] প্রতিষ্ঠাবান হন। তত্ মহঃ ইতি উপাসীত—তাঁকে (ব্রহ্মকে)। মহত্ ইতি—মহত্ তত্ত্বরূপে। উপাসীত—

Scanned with CamScanner

উপাসনা করবে। মহান্ ভবতি—মহান হন। তত্ মনঃ ইতি—তাঁকে মনরূপে। মানবান্ ভবতি—মানবান (মননশীল) হন।

অনুবাদ : পশুসমূহে যশরূপে, নক্ষত্রসমূহে জ্যোতিরূপে, জননেন্দ্রিয়ে সন্তান-জন্ম-জনিত অমৃত ও আনন্দরূপে, আকাশে সর্ব বস্তুরূপে তাঁর (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (উপস্থিতি)—এইভাবে উপাসনা করবে। মহত্তত্ত্বরূপে উপাসনা করবে। [এরূপ উপাসক] প্রতিষ্ঠাবান হন। তাঁকে ব্রহ্মকে মহত্তত্ত্বরূপে উপাসনা করবে [ফলে উপাসক] মহত্ হন। তাঁকে (ব্রহ্মকে) মনরূপে উপাসনা করবে। এরূপে [উপাসনা করলে উপাসক] মানবান (মননশীল) হন।

আলোচনা : যে সব বস্তু আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যের মধ্যে, সেগুলিকে এখানে মানুষী বিজ্ঞান বলা হয়েছে। দেবসাধ্য বিষয়গুলিকে দৈবী (দেবতা সম্পর্কিত) বিজ্ঞান বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে গৃহপালিত গবাদি পশুই প্রধান সম্পদরূপে গণ্য হোত। যাঁর অনেক পশু থাকত, তিনি বেশী বিদ্যার্থীপালন, অতিথিসেবা ও যজ্ঞাদি দ্বারা যশ অর্জন করতেন। তাই পশুকে যশ বলা হয়েছে এবং পশুসমূহে যশরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করতে বলা হয়েছে। দেবতার কৃপায় পশুর প্রাপ্তি ও রক্ষা হয় । তাই পশুসম্পর্কিত এই বিদ্যা দেব-সম্পর্কিত বিদ্যা।

পুত্র-সন্তান জন্মালে পিতৃঋণ শোধ হয় এবং তারজন্য আনন্দ হয়। তাই জননেন্দ্রিয়ে আনন্দরূপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত—এইভাবে উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

ব্রহ্মকে যিনি যেভাবে উপাসনা করেন তিনি সেইভাবেই লাভ করেন। তাই আকাশে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে সবকিছুর আধার—এইভাবে উপাসনা করলে উপাসকও সর্বাধার হন। মহত্তত্ত্ব ও মনরূপে উপাসনার ক্ষেত্রেও তাই হয়।

৬৬। মূল : তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ ।। ৪ ।।

শব্দার্থ : তত্—তাঁকে (ব্রহ্মকে)। নমঃ ইতি—নমনশীল বলে। উপাসীত—উপাসনা করবে। অস্মৈ—এঁর (উপাসকের) নিকট। কামাঃ—ভোগ্য বস্তুসমূহ। নমন্তে—নত (অর্থাত্ উপস্থিত) হয়। তত্ ব্রহ্ম ইতি—তাঁকে ব্রহ্মরূপে। উপাসীত—উপাসনা করবে। ব্রহ্মবান্ ভবতি—ব্রহ্মবান্ (সর্বপ্রধান, প্রভুশক্তিসম্পন্ন) হন। তত্—তাঁকে। ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মের। পরিমরঃ ইতি—দেবতাদের লয়স্থান আকাশরূপে। উপাসীত—উপাসনা করবে। এনম্ দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ—এই উপাসকের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুরা। পরিম্রিয়ন্তে—মরে যায়। পরি—মারা যায়। যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ—যাঁরা উপাসকের অপ্রিয় শত্রু। সঃ যঃ চ অয়ম্—এই যিনি। পুরুষে যঃ চ অসৌ আদিত্যে—এবং যিনি ঐ আদিত্যে। সঃ একঃ—তিনি এক।

অনুবাদ : ব্রহ্মকে নমনগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করবে। তাঁর (উপাসকের) কাছে কাম্য বিষয়সমূহ অবনত (অধীন) হয়। তাঁকে ব্রহ্মরূপে (সর্বপ্রধান তথা প্রভুশক্তিরূপে) উপাসনা

Scanned with CamScanner

করবে। [ফলে উপাসক] ব্রহ্মবান (সর্বপ্রধান, প্রভুশক্তিসম্পন্ন) হন। ব্রহ্মাকে দেবতাদের লয়-স্থান আকাশরূপে উপাসনা করবে। ফলে তাঁর (উপাসকের) প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন শত্রুরা মারা যায়। তার অপ্রিয় শত্রুরাও বিনষ্ট হয়। এই যিনি (পরমাত্মা) পুরুষে অবস্থিত আর যিনি আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) অবস্থিত, সেই উভয়ই এক (অভিন্ন)।

আলোচনা ঃ নম্রতাগুণসম্পন্ন উপাসক সকলের প্রিয় হন। তাই তাঁর কাম্যবস্তুর অভাব হয় না। বিদ্যুত্, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি—এই পাঁচ দেবতা বায়ুতে লীন হন। তাই বায়ুর নাম পরিমর। বায়ু আবার আকাশ থেকে অভিন্ন। তাই আকাশ ব্রহ্মের পরিমর। অর্থাত্ আকাশকে ব্রহ্মের সংহার ক্রিয়ার দ্বাররূপে উপাসনা করতে হবে। তাতে উপাসক এমন শক্তিলাভ করেন যে, তাঁর সব শত্রু বিনষ্ট হয়।

শঙ্করাচার্যের মতে— প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ—এ থেকে আরম্ভ করে আকাশ পর্যন্ত সব সৃষ্ট বস্তুকে অন্ন ও অন্নাদ বলা হয়েছে। এতে বোঝান হয়েছে যে, একজন ভোক্তা, অপরটি ভোগ্য। ভোক্তা-ভোগ্য-ভাব ঘটিত সংসার কেবল কার্য (উত্পন্ন পদার্থ) রূপেই সীমাবদ্ধ। আত্মার এরূপ কোন ভাব নেই। কেবল ভ্রান্তিবশতই আত্মাতে ভোক্তা-ভোগ্য-ভাবের আরোপ করা হয়ে থাকে।

৬৭। মূল ঃ স য এবংবিত্। অস্মাল্লোকাত্ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মান-মুপসংক্রম্য, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাল্লোঁকান্ কামান্নী কামরূপানুসঞ্চরন্। এতত্ সাম গায়ন্নাস্তে। ইতি বু, ইতি বু, ইতি বু ।। ৫ ।।

শব্দার্থ ঃ সঃ যঃ এবংবিত্—সেই যিনি পূর্বোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। অস্মাত্ লোকাত্—এই লোক (পৃথিবী) থেকে। প্র-ইত্য—প্রয়াণ করে (মৃত্যুর পর)। এতম্—এই। অন্নময়ম্—অন্নময়। আত্মানম্—আত্মাকে। উপ-সংক্রম্য—আত্মভাবে লাভ করে। এতম্ প্রাণময়ম্—এই প্রাণময়। আত্মানম্—আত্মাকে। উপসংক্রম্য—আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে। এতম্ মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য—এই মনোময় আত্মাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে। এতম্ বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য—এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে। এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য—এই আনন্দময় আত্মাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে। ইমান্ লোকান্—এই (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহে। কামান্নী—ইচ্ছানুরূপ অন্নবান। কামরূপী—ইচ্ছামত রূপ ধারণে সমর্থ হয়ে। অনুসঞ্চরন্—বিচরণ করতে করতে। এতত্ সাম্—এই সাম (সমতারূপ ব্রহ্মের)। গায়ন্—গান করতে করতে। আস্তে—অবস্থান করেন। ইতি—ইহা। বু—আহা (আশ্চর্যসূচক অব্যয়)।

অনুবাদ ঃ সেই এই (পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন) ব্যক্তি ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে (বিষয়াসক্তি দূর করে) আত্মভাবে প্রথমে এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। তারপর ক্রমে তিনি প্রাণময় আত্মাকে, মনোময় আত্মাকে, বিজ্ঞানময় আত্মাকে ও আনন্দময় আত্মাকে আত্মভাবে

Scanned with CamScanner

প্রাপ্ত হয়ে ইচ্ছামত অন্ন (খাদ্য) ও রূপের অধিকারী হয়ে বিভিন্ন লোকে সঞ্চরণ করতে থাকেন। সামগান (অর্থাত্ সমতাস্বরূপ ব্রহ্মের গান) করতে করতে তিনি 'আহা! আহা! আহা!' এরূপ বিস্ময়ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন।

আলোচনা ঃ শঙ্করাচার্যের মতে পূর্ববর্তী আনন্দবল্লীতে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' এই বেদবাক্যের অর্থ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; কিন্তু 'সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' বাক্যটির অর্থ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ভৃগুবল্লীতে তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বলা হয়েছে ; প্রাণাদি থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে অন্ন (খাদ্য) ও অন্নাদ (খাদ্যভোক্তা) রূপে চিন্তা করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে এবং ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনার কথাও বলা হয়েছে। ঐ সকল কাম্য বস্তুকে সাধনা দ্বারা লাভের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু একাত্মবোধ থাকলে ভেদবুদ্ধির অভাবে সকল প্রকার কাম্য পদার্থের ভোগ কিভাবে সম্ভবপর হয়, সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হয়েছে কিভাবে সর্বাত্মভাব সম্ভবপর হলেই সবকিছুর ভোক্তৃত্বভাবও সম্ভবপর হয়।

৬৮। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽ হমন্নাদোঽ হমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃত্। অহমস্মি প্রথমজা ঋতসম পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না-ᳲভায়ি। যোᳲমা দদাতি স ইদেব মাᳲ বাঃ। অহমন্নমহমন্নমদন্ত মাᳲস্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাᳲম্। সুবর্ণ জ্যোতীঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষত্ ।। ৬।।

শব্দার্থ ঃ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্—আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ—আমি অন্নাদ (অন্নভোক্তা), আমি অন্নাদ, আমি অন্নাদ। অহম্ শ্লোককৃত্ অহম্ শ্লোককৃত্ অহম্ শ্লোককৃত্ —আমি শ্লোককৃত্ (অর্থাত্ অন্ন ও) অন্নাদের মিলনকর্তা, আমি শ্লোককৃত্, আমি শ্লোককৃত্। অহম্ অস্মি—আমি হই। প্রথমজা—প্রথম উত্পন্ন। ঋতস্য—ঋতের অর্থাত্ মূর্ত ও অমূর্ত জাতের। পূর্বম্ দেবেভ্যঃ—দেবতাদেরও পূর্ববর্তী। অমৃতস্য—অমৃতের। নাভায়ি—নাভি অর্থাত্ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ মধ্যদেশ। যঃ—যিনি। মা-মাম্—[অন্নস্বরূপ] আমাকে। দদাতি—দান করেন। সঃ—তিনি। ইত্ এব—এইভাবেই। মা-আবাঃ—আমাকে রক্ষা করেন। অহম্-অন্নম্-অন্নম্-অদন্তম্-মা-অস্মি—অন্নরূপী আমি ; আমাকে যিনি অন্ন দান করেন না তাঁকে ভক্ষণ করি। অহম্—আমি। বিশ্বভুবনম্—সমগ্র জগত্। অভি-অভবাম্—হয়েছি। সুবঃ ন জ্যোতীঃ—আমার জ্যোতি আদিত্যতুল্য [নিত্য প্রকাশমান] । যঃ—যিনি। এবম্—এরূপ। বেদ—জানেন। ইতি উপনিষত্—এটিই উপনিষত্।

অনুবাদ ঃ আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমিই সংযোজনকর্তা (অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে আমিই দেহ গঠন করি)। আমিই মূর্ত ও অমূর্ত জগতের প্রথম উত্পন্ন ; [তাই] দেবতাদের আমি পূর্ববর্তী। আমিই অমৃতের নাভি (মধ্যদেশ) স্বরূপ (অর্থাত্ আমাতেই জীবের অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত)। যিনি

Scanned with CamScanner

[অন্নপ্রার্থীকে] অন্নরূপী আমাকে দান করেন, তিনি এই ভাবেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি আমাকে দান করেন না [কাউকে না দিয়ে নিজে আহার করেন], আমি তাকে ভক্ষণ করি। আমি সূর্যের জ্যোতির তুল্য (স্বপ্রকাশ)। [এই স্বপ্রকাশ স্বরূপেই] আমি বিশ্ব ভুবন হয়েছি (জগত্ রূপে অভিব্যক্ত হয়েছি)। এই হোল উপনিষত্ (অর্থাত্ যিনি এই উপনিষত্ উপলব্ধি করেন, তাঁর যথোক্ত ফলপ্রাপ্তি ঘটে)।

সংস্কৃতে দু'নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং ভৃগুং পিতা বরুণঃ প্রথমং কিম্ উপদিদেশ?

উত্তর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং ভৃগুং পিতা বরুণঃ প্রথমম্ উপদিদেশ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্ম।" ইতি।

২। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ ভৃগুঃ পিতুঃ বরুণস্য উপদেশাৎ তপস্তপ্ত্বা কিং কিং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ? যথাক্রমং লিখ্যতাম্।

উত্তর। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ ভৃগুঃ পিতুঃ বরুণস্য উপদেশাৎ তপস্তপ্ত্বা যথাক্রমম্ অন্নম্, প্রাণঃ, মনঃ, বিজ্ঞানম্, আনন্দঃ ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

৩। ভৃগুঃ কথম্ অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ?

উত্তর। পিতা বরুণঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং ভৃগুম্ উপদিদেশ যৎ ভূতানাং জন্মনঃ জীবনধারণস্য চ কারণম্, অন্তিমকালে প্রবিশ্য বিলয়স্য স্থানং চ যৎ তদেব ব্রহ্ম ইতি। অতঃ তপস্তপ্ত্বা ভৃগুঃ প্রথমম্ অন্নমেব ভূতানাং জন্মাদিকারণং বিলয়স্থানং চেতি জ্ঞাত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

৪। তপসা অন্নং ব্রহ্মেতি জ্ঞাত্বাপি ভৃগুঃ কথং ব্রহ্ম বিজ্ঞাতুং পিতরমুপসসার?

উত্তর। তপসা প্রথমম্ অন্নং ব্রহ্মে তি জ্ঞাত্বাপি ভৃগুঃ অবুধ্যত যৎ উৎপন্নবস্তুত্বাৎ অন্নং কথমপি সর্বকারণং ব্রহ্ম ভবিতুং নার্হতি। এবং সংশয়বশতঃ স পিতরং পুনরুপসসার।

৫। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং পুত্রং ভৃগুং পিতা বরুণঃ কথং 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' ইতি পুনঃ পুনঃ উপদিদেশ?

উত্তর। সর্বেষু এব সাধনেষু তপঃ এব শ্রেষ্ঠং সাধনম্ ইতি জ্ঞাপয়িতুমেব বরুণঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং পুত্রং ভৃগুম্ আ-ব্রহ্মজ্ঞানলাভম্ পুনঃ পুনঃ তপস্তপ্তুম্ উপদিদেশ।

Scanned with CamScanner